15

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 20 MAR 1998 ...
পৃষ্ঠা ... ২১ কলাম ... ৫

বাগেরহাটের মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুলগুলি নানা সমস্যার আবর্তে

বাগেরহাট সংবাদদাতা ।। জেলা সদরসহ ৯টি থানার ১৮৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৬৩টি, নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ১২২টি সিনিয়র ও দাখিল মাদ্রাসায় বিভিন্ন সমস্যা বিরাজ করায় ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া ব্যাহত হইতেছে। সংস্কারবিহীন জরাজীর্ণ অধিকাংশ বিদ্যালয় গৃহ, বিজ্ঞান শিক্ষা ও কৃষি শিক্ষার উপকরণের অভাব, লাইব্রেরীর দৈন্যদশা, মিলনায়তন, পাঠাগারের অভাব। নলকূপ ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা না থাকা প্রভৃতি সমস্যার দরুন ছাত্র-ছাত্রীরা যথাযথ শিক্ষা লাভে বঞ্চিত হইতেছে। জেলায় ২টি সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছাড়া বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়, জুনিয়র বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাগুলিতে শিক্ষার মান হতাশাব্যঞ্জক। ম্যানেজিং কমিটি ও শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে সুসম্পর্কের অভাবে গ্রামের বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হইতেছে। অনেক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মিলনায়তন নাই। অনেক বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানাগারে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি থাকা সত্ত্বেও বিজ্ঞানের ব্যবহারিক ক্লাস নেওয়া হয় না। বহু যন্ত্রপাতি শুধু শোভাবর্ধন করিতেছে। অনেক বিদ্যালয়ে পাঠাগার আছে, বইও আছে কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ার সুযোগ নাই। কৃষি শিক্ষক ও শিক্ষার পরিবেশ অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নাই।

বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির অবস্থাও করুণ। কোন কোন বিদ্যালয়ে শরীর চর্চা শিক্ষকের অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। অনেক বিদ্যালয়েই বয় স্কাউট, গার্ল গাইডস নাই। শিক্ষাদানের জন উপযুক্ত শিক্ষক খুব কম বিদ্যালয়েই আছেন। বিদ্যালয়ের শ্রেণী কক্ষে পাঠদানের প্রতি শিক্ষকদের অনীহা বাড়িতেছে। একশ্রেণীর শিক্ষক বিশেষ করিয়া ইংরেজী ও অংকের শিক্ষকগণ টিউশনীর নামে বাড়ীতে অথবা বিদ্যালয়ে স্কুল বসার পূর্বে ও ছুটির পর ২০/৩০ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়া মিনি বিদ্যালয় বসায়। শহর ও থানা সদরে বিদ্যালয় ছাড়া গ্রামাঞ্চলের প্রায় বিদ্যালয়েই বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠান বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় না। ফলে গ্রামীণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি প্রাণহীন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইতেছে। গ্রামের স্কুলগুলিতে কৃষি শিক্ষার ব্যবহারিক উপকরণ নাই বলিলেই চলে। যৎসামান্য থাকিলেও হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়ার শিক্ষক নাই।

জেলায় অধিকাংশ মাদ্রাসায় লেখাপড়ার মান অত্যন্ত নিম্ন অনেক মাদ্রাসায় ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা নগণ্য, অধিকাংশ মাদ্রাসা গৃহ জরাজীর্ণ। প্রত্যন্ত অঞ্চলের মাদ্রাসাগুলিতে শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীর অনুপস্থিতি এক সাধারণ ব্যাপার। জেলায় শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর ব্যাপারে ব্যাপক কারচুপি ও দুর্নীতি-স্বজনপ্রীতির অভিযোগ পাওয়া যায়। ফলে অধিকাংশ দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রী সরকারের এই কর্মসূচীতে উপকৃত হইতেছে না। ইহা ছাড়া বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রী উপ-বৃত্তি প্রদানেও ব্যাপক অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। পল্লী এলাকায়, অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিয়মিত পরিদর্শন না করায় শিক্ষার মান হ্রাস পাইতেছে। পল্লীর অনেক বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় জমি ও সীমানা প্রাচীর না থাকায় শিক্ষার পরিবেশ ব্যাহত হয়।